

ইসলাম কি নারীকে মুক্তি দিয়েছে?

তৃতীয় নয়ন

(পর্ব-৩)

মুসলিম আইন পুরুষতান্ত্রিক আইন। এ আইনে নারীর অধিকার সীমিত। ইসলাম নারীকে সামান্য কিছু অধিকার দিয়েছে। বিনিময়ে নারীর সকল মানবাধিকার হরণ করেছে। মুসলিম আইনে মেয়েদের অপমান করার জন্য নানারকম ফন্দি ফিকির করেছে। এ আইনেও নারীর প্রতি বৈষম্য প্রকট। যেমন এ আইনে পুরুষের বহুবিবাহকে বৈধ করা হয়েছে। পুরুষ একত্রে চারজন স্ত্রী রাখতে পারে সবার সাথে ‘সমান আচরণ’ সাপেক্ষে। বহু স্ত্রীর প্রতি একজন স্বামীর সমান আচরণ কখনোই নারীকে সম্মানিত করে না বরং এটাই প্রমান করে যে নারী শুধুই ভোগের সামগ্রি ইসলামের দৃষ্টিতে। কোরানে আছে, *তাদের মধ্যে যাদের তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার আর যদি সুবিচার করতে না পার তবে একজনকে* [সূরা নিসা ৪:৩] এ কি অন্যায় নয়? এ আয়াত প্রমান করে বিয়ে শুধু পুরুষরাই করে। নারীদের বিয়ে হয়। কোথাও বলা হয়নি যে, *‘তোমরা বিয়ে করো পুরুষদের মধ্যে যাদের ভাল লাগে দুই তিন অথবা চার’* শুধু তাই নয় একজন মুসলিম পুরুষ চার স্ত্রী ছাড়াও অসংখ্য রক্ষিতা বা দাসী ভোগ করতে পারে। কোরানে আছে, *‘এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা’* [সূরা মা’আরিজ ২৯-৩০], *‘তোমাদের জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীগণের পরিবর্তে অন্যের স্ত্রী গ্রহনও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে, তবে তোমার দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে’* [সূরা আহজাব ৩৩:৫২], *‘আমি তোমাদের জন্য বৈধ*

করেছি তোমার স্ত্রীগনকে, যাদের মোহর তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি ‘ফায়’ (যে সম্পদ যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত হয়) হিসেবে আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে যারা তোমায় মালিকানাধীন হয়েছে, তাদেরকে’ [সূরা আহজাব ৩৩:৫০]

অর্থাৎ দাসী ও যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বন্দিনী নারী নিষিদ্ধ নয়। এদের ভোগ করতে পারবে পুরুষ। এক্ষেত্রে সংখ্যার কোন সীমা নেই। নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারাও প্রমাণ হয় যে যুদ্ধবন্দিনী ভোগ করা বৈধ-

‘হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী(রা:) বলেন : আমরা নবী করীম (সা:) এর সাথে বনি মুস্তালিক যুদ্ধে বের হলাম এবং সেখানে আমরা বহু যুদ্ধবন্দিনী লাভ করলাম। এ সময় আমাদের নারী সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা জাগলো এবং নারীবিহীন থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লো কিন্তু আমরা (যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে) ‘আজল’ করাকেই পছন্দ করলাম; আমরা হজুর (সা:) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : না করলেও তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না’ [বুখারী]

নারী ইসলামে শুধুই ভোগের সামগ্রী- দুনিয়া থেকে বেহেশত পর্যন্ত। বেহেশতে ইমানদার পুরুষদের জন্য পুরস্কার স্বরূপ সুন্দরী হুর থাকবে। কিন্তু ইমানদার নারীদের জন্য কোন পুরুষ হুর থাকবে না। থাকবে শুধু স্বামী। আর যদি নারী অবিবাহিত হয় তাহলে তাদের জন্য কি থাকবে তার কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয় নাই।কোরানের বিভিন্ন জায়গায় বেহেশতের হুরপরীদের কথা বলা হয়েছে। যেমন-

‘ওদের সঙ্গিনী দেবো আয়োতলোচনা হুর’ [সূরা দুখান ৪৪:৫৪],

‘সাবধানীদের জন্য রয়েছে সাফল্য: উদ্যান,দ্রাক্ষা,সমবয়স্কা উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী

এবং পূর্ণ পানপাত্র' [সূরা নাবা ৭৮:৩১-৩৪],

‘সে সবেৰ মাৰো রয়েছে বহু আয়োতনয়না যাদের এর আগে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নি’[সূরা রাহমান ৫৫:৫৬],

‘আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়োতলোচনা হরের সাথে’ [সূরা তূর ৫২:২০]

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা:) ১৩ টি বিয়ে করেছিলেন। তার এই আদর্শ তার পুরুষ উম্মতদের অনুপ্রাণিত করে। শুধু তাই নয় তিনি ৬ বছর বয়স্ক হযরত আয়েশাকে বিয়ে করেছিলেন যখন তার নিজের বয়স ছিল ৫২। আয়েশার যখন ৯ বছর বয়স তখন নবীজী তার সাথে ঘর করা শুরু করেন। এভাবে তিনি বাল্যবিবাহের মহান দৃষ্টান্ত রেখে যান!

মুসলিম আইনে তালাক দেয়া স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার। তালাক দেয়া স্বামীর পক্ষে এক গ্লাস শরবত খাওয়ার মতই সহজ। ইসলাম নারীকে তার স্বামীকে সরাসরি তালাক দেয়ার অধিকার দেয় নি। তালাক দেয়া মুসলিম নারীর জন্য ফাঁসীর রজ্জু খোলার মতই কঠিন। সে নিজে থেকে স্বামীকে তালাক দিতে পারবে না। স্বামী যদি বিয়ের কাবিননামায় স্ত্রীকে তাকে তালাক দেয়ার অধিকার প্রদান করে তবেই স্ত্রী কেবল ইসলামি আদালতে তালাকের জন্য মামলা করতে পারে। তাও যুক্তিসংগত কারণ দেখানোর পর। অথচ পুরুষরা কোন কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। হাদীসে আছে; ‘যে নারী কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া খোলা তালাক চায় সে জাহান্নামী’, কোরানে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও অমুক করনে, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর অমুক করো তমুক করো ইত্যাদি। অথচ কোথাও বলা হয় নাই যে তোমরা স্বামীকে তালাক দাও অমুক কারণে, স্বামীকে তালাক দেয়ার পর অমুক করো তমুক করো ইত্যাদি। অর্থাৎ তালাক শুধুই স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার। তালাক মুসলিম নারীর জীবনে মৃত্যুদন্ডের চেয়েও ভয়ংকর

শব্দ। মুসলমান রাষ্ট্রে নারী প্রতিনিয়ত জীবন কাটায় তালাকের খড়্গের নিচে। কারণ স্বামী তালাক দিলে যে তাকে না খেয়ে মরতে হবে। অধিকাংশ মুসলমান রাষ্ট্রে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত ধর্মের পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞার কারণে। মধ্যপ্রাচ্যে তালাক সাধারণ ঘটনা। সেখানে ধনী শেখরা নিয়মিতভাবে তরুনী স্ত্রী গ্রহন করে বেহেশতের স্বাদ পেতে চায় বলে ব্যবহৃতদের বাতিল না করলে চলে না। তারা বিয়ে করে আর তালাক দেয় দুই দিন পর। মুসলমানদের একসাথে চারটি স্ত্রী রাখার অধিকার রয়েছে, তবে তাতেও ক্ষুধা মিটতে পারে নাও পারে: সাধারণত মেটেও না। ইসলামে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে তালাক দেয়া এত সহজ ও সুবিধাজনক যে ঐ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তার পক্ষে একই সাথে অসংখ্য স্ত্রী রাখা সম্ভব এবং আরব অঞ্চলে ধনীরা এ সুবিধা নিয়ে থাকে। ইসলাম প্রদত্ত নারীর সামান্য কিছু অধিকার এর মধ্যে দেনমোহর একটি। এটাকে অধিকার না বলে প্রহসন বলাই ভাল। কারণ এর মাধ্যমে প্রমান হয় মুসলিম সমাজে নারীর কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকতে পারবে না অথবা নারী স্বাবলম্বী হতে পারবে না। আর হতে পারবে না বলেই নারী পেট চালানোর জন্য সামান্য কিছু অর্থ দেনমোহর হিসেবে পায়। বিয়ের চুক্তির ফলে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পায় দেনমোহর, কিছু টাকা বা সম্পত্তির লিখিত প্রতিশ্রুতি। অবশ্য ঐ দেনমোহর শুধু কাবিনে লেখা থাকে , স্ত্রী তা সাধারণত পায় না, এমনকি বিচ্ছেদ হলেও সে টাকা আদায় করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেনমোহরের টাকা স্বামীর অনুরোধে ‘মাপ’ হয়ে যায়। দেনমোহরের পরিমান খুবই কম: হানাফি আইনে কমপক্ষে ১০ দিরহাম, মালিকি আইনে কমপক্ষে ৩ দিরহাম, হাদিস অনুযায়ী কমপক্ষে একটি লোহার আংটি! মধ্যপ্রাচ্যে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার সময় দেনমোহরের নামে দুই তিন মাসের ভাতা দিয়ে বিদায় করে প্রতিনিয়ত। এ অর্থ দিয়ে কিছুই হয়না। যেহেতু সেখানে নারীদের কর্মসংস্থানের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই সেহেতু তখন তালাকপ্রাপ্তা ঐসব নারীদের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা যদি সে খুব গরিব পরিবারের হয়ে থাকে। ইসলামে নারীর আরেকটি অধিকার হচ্ছে ভরণপোষণ। কিন্তু এর জন্য নারীকে তার স্বামীর সম্পূর্ণ বাধ্য থাকতে হবে। স্বামী যা বলে তাই শুনতে হবে। কোনক্রমেই অবাধ্য হওয়া যাবে না। অবাধ্য

হলে নারী ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হবে না। স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর। স্ত্রীকে নিজে স্বাবলম্বী হতে বলা হয় নাই। ইসলাম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে নারীর পক্ষে আজকাল ঘরের বাইরে বের হয়ে চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্ভব না। নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব যেহেতু স্বামীর উপর সেহেতু খুব স্পষ্টভাবেই প্রমাণ হয় ইসলামি সমাজে নারী ঘরের বাইরে গিয়ে উপার্জন করতে পারবে না অথবা নিরুৎসাহিত।

(চলবে)